Comparative study of Carnatik & Hindustani Taal

(হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক তাল পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা)

সমতা

১) উভয় পদ্ধতিতে মাত্রা সংখ্যার সমষ্টিতে তাল স্বীকৃত।
২) উভয় পদ্ধতিতে তালের বিভাগ মানা হয়।
৩) উভয় পদ্ধতিতে তাল দেখাবার প্রথা প্রচলিত।
৪) উভয় পদ্ধতিতে প্রত্যেক তালের প্রথম মাত্রায় সম গণ্য করা হয়।
৫) উভয় পদ্ধতিতে গীত,বাদ্য ও নৃত্য- তাল আশ্রয়ী।

বিভিন্নতা

	হিন্দুস্থানী পদ্ধতি	কর্ণাটক পদ্ধতি
১	এই পদ্ধতিতে অসংখ্য তাল আছে।ফলে সঠিক তাল সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না।	এই পদ্ধতিতে তালের সংখ্যা নির্দিষ্ট।
২	নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে প্রতিটি তালের বিভিন্ন রূপ দেখা যায় না এবং এতে মুখ্য তাল বলে কিছু নেই।	এই পদ্ধতিতে সাতটি মুখ্য তাল ও পাঁচটি জাতি ভেদে প্রত্যেকটির পাঁচটি রূপ হিসেবে এতে ৩৫টি তাল আছে।
৩	এই পদ্ধতিতে জাতির কোন গুরুত্ব নেই।	এই পদ্ধতিতে তালের গঠন জাতির উপর নির্ভরশীল।
৪	এই পদ্ধতিতে তালের বিভাগ গুলিকে বিভাগ নামেই বলা হয়।কর্ণাটক পদ্ধতির মত এই বিভাজনের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই।	এই পদ্ধতিতে তালের বিভাগ অঙ্গের অক্ষরকাল অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়।
৫	এই পদ্ধতিতে প্রচলিত তালে ২,৩,৪,৫ মাত্রা পর্যন্ত বিভাগ মানা হয়।	এই পদ্ধতিতে ৩৫টি তালে ১ মাত্রা থেকে ৯ মাত্রা পর্যন্ত বিভাগ হয়।
৬	এই পদ্ধতিতে বিভাগের প্রথম মাত্রায় তালি ও খালি ২ প্রকার প্রথা প্রদর্শিত হয়।	এই পদ্ধতিতে প্রতিটি অঙ্গের প্রথম মাত্রায় তাল এবং অঙ্গের মধ্যবর্তীকালে বিসর্জিতম প্রদর্শিত হয়।
৭	এই পদ্ধতিতে তালের বিভাগ চার প্রকার।	এই পদ্ধতিতে তালের বিভাগ নয় প্রকার।
৮	এই পদ্ধতিতে তাল বাদ্য হিসাবে তবলা ও পাখোয়াজের অধিক প্রচলন।	এই পদ্ধতিতে তাল বাদ্য হিসাবে মৃদঙ্গমের অধিক প্রচলন।
৯	এই পদ্ধতিতে তাল গুলি গঠনের পেছনে নির্দিষ্ট তেমন কোন নিয়ম নেই।	এই পদ্ধতিতে তালের গঠন নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত।
১০	এই পদ্ধতিতে সঙ্গত ছাড়াও স্বতন্ত্র বাদ্যে কলাকৌশল প্রদর্শিত হয়।	সঙ্গতকালীন মধ্যবর্তী কোন সময় স্বতন্ত্র বাদ্যে কলাকৌশল প্রদর্শিত হয়।